দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 27 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

# ৬৬ দিন অনির্ধারিত বন্ধ থেকে কাল খুলছে ঢাবি, রাবি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

## গ্রেফতার করা ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার দাবি ঢাবি শিক্ষক সমিতির

*স্টাফ রিপোর্টার ॥ আর একদিন পর আবারও ছাত্র-শিক্ষকদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠবে অনির্ধারিত বন্ধের কবলে পড়া দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা, রাজশাহী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। টানা ৬৬ দিন বন্ধের পর আগামীকাল রবিবার খুলছে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। তবে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র গ্রেফতার থাকায় ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষকদের পক্ষ থেকে গ্রেফতারকৃত ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবি উঠেছে। খোলার একদিন আগে শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সভা করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে সকলের সহযোগিতা চেয়েছে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোও অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত শিক্ষক-*

*(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)*

## ৬৬ দিন অনির্ধারিত

*(প্রথম পাতার পর)*

ছাত্রদের মুক্তি দাবি করেছে।

এদিকে লাগাতার বন্ধের কারণে প্রায় ছয়মাসের সেশন জটের কবলে পড়তে যাচ্ছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিভাগের শত শত পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশনজট কমাতে অবিলম্বে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করতে বিভাগগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে।

গত ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সেনা সদস্যদের সঙ্গে ছাত্রদের অপ্রীতিকর ঘটনার জেরে অশান্ত পরিস্থিতিতে ২২ আগস্ট রাত আটটা থেকে কার্ফু জারি করা হয় এবং সব বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগীয় শহরের সকল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ঈদের আগে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ইসলামী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাদে সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খুলে দেয়া হয়। সর্বশেষ বুধবার খুলে দেয়া হয়েছে চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আর আগামীকাল খুলছে ঢাকা, রাজশাহী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ইতোমধ্যে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়া হয়েছে। সিংহভাগ শিক্ষার্থী হলে উঠে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলাকে সামনে রেখে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নেয়া হচ্ছে নানা উদ্যোগ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের প্রবেশ ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেট থেকেই পরিচয়পত্র দেখে দেখে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করাবে। তবে যেসব শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র নেই তাদের রেজিস্ট্রার কার্ড, প্রবেশপত্র কিংবা ছাত্র হিসেবে অন্য কোন বৈধ কাগজ দেখালেই হবে। তাছাড়া খোলার দিন যাতে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার একদিন আগে শুক্রবার জরুরী সভায় বসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক তাজমেরী এসএ ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে সমিতির শীর্ষ দুই নেতাসহ চার সহকর্মীর গ্রেফতারের বিষয়টিই মূল আলোচনায় ছিল। সভা শেষে এক ব্রিফিংয়ে নেতৃবৃন্দ জানান, সভায় অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সদরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন অর রশীদ, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিকসহ ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি ও তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক তাজমেরী এসএ ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ড. মামুন আহমেদ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আখতারুজ্জামান প্রমুখ। ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, আগামী সাধারণ সভায় সমিতির পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে।

সমিতির নেতারা বলেন, তাঁরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন যাতে প্রলম্বিত না হয় সে দিকটি খেয়াল রাখবেন। তবে তারা এও বলেছেন, শিক্ষক ও ছাত্রদের কারাবন্দী রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ঠিক রাখাটা অনিশ্চয়তায় পড়তে পারে। এজন্য তাঁরা চান অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তি দেয়া হোক।